“রিজলভ” জীবনযাত্রা জড়িপ (বেজলাইন)
গণ কল্যান সংস্থা (জি কে এস)

ভুমিকাঃ

ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে এবং প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে, বাংলাদেশ বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, সাইক্লোন এবং লবনাক্ততার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত সময় অতিক্রম করছে। সাধারনত, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে, উত্তর-মধ্যমাংশে, উত্তর-পূর্বাংশে এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশে প্রতি বছরের এপ্রিল মাসে বন্যা আঘাত হানে।

তেমনিভাবে সিরাজগঞ্জ জেলাও বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ভৌগলিকগত কারনে, সিরাজগঞ্জ জেলা প্রতি বছরই বন্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এর উপকারি দিক হল আবাদকৃত জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাওয়া , অন্যদিকে ক্ষতিকর দিক হল কৃষিজমি, বাড়িঘরসহ গবাদিপশু পানিতে তলিয়ে যায়।

বিভিন্ন দুর্গমস্থানে বসবাসকারী চরম দারিদ্রের শিকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য নেদারল্যান্ডের দাতা সংস্থা “অক্সফাম নভিব” এর আর্থিক সহযোগিতায় “অরক্ষিত বাস্তুতন্ত্রের জন্য পুনরুৎপাদনশীল কৃষি ও টেকসই জীবনযাত্রা প্রকল্প (রিজলভ)” নামক একটি উন্নয়ন প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। সিরাজগঞ্জ জেলায় এসব অঞ্চলের মানুষের দূর্দশা লাঘবের জন্য স্থানীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ‘গণ কল্যান সংস্থা (জি কেএস)’ উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের তত্বাবধানে তিনটি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো হল “বালুচরে চাষাবাদ, ” “জীবিকার বৈচিত্রায়ন” এবং অন্যটি হল “ ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রসারণ”। উন্নয়ন অন্বেষণ এ প্রকল্পে কৌশলগত সহযোগী হিসাবে কাজ করছে।

সিরাজগঞ্জের “তাড়াশ” উপজেলায় ‘জি কে এস’ এর তত্তাবধানে একটি মাঠভিত্তিক জড়িপ চালানো হয়েছে। জরিপে মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা এবং নারীর সমাজে অবস্থান, অধিকার, মর্যাদা, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রে দুই শ্রেণীর পরিবারকে জরিপে অন্তরভূক্ত করা হয়েছে।

- নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী – যারা “রিজলভ” প্রকল্পের সাথে জড়িত
- অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণী – যারা “রিজলভ” প্রকল্পের সাথে জড়িত নয়

পরিবার প্রধানঃ

এই জরিপে মোট ৪৫০ টি নিয়ন্ত্রিত পরিবার গ্রহণ করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ৭৪ .৭ শতাংশ এবং ২৫.৩ শতাংশ যথাক্রমে পুরুষ প্রধান এবং নারী প্রধান পরিবার। অন্যদিকে, ১০০ টি অনিয়ন্ত্রিত পরিবারের মধ্যে পুরুষ প্রধান এবং নারী প্রধান পরিবারের শতকরা হার যথাক্রমে ৮৬ এবং ১৪।

পেশাঃ

এই জরিপে দেখা যায় যে, নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে ১৪.৪ শতাংশ পরিবার কৃষি, ৭২.৯ শতাংশ পরিবার শ্রমজীবি, ১.৮ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং অন্যান্যরা জেলে, ভ্যান চালক, মিস্ত্রী ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত। অন্যদিকে এই উপজেলার অনিয়ন্ত্রিত পরিবারের মধ্যে ৪১ শতাংশ পরিবারের প্রধান পেশা হল কৃষি, ৫২ শতাংশ শ্রমজীবি এবং মাত্র এক শতাংশ পরিবার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।

আয়ঃ

নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে বেশির ভাগ পরিবারই ভাল অবস্থায় রয়েছে কারন তাদের বার্ষিক আয় ৪১,০০০/= এর বেশী। জরিপে দেখা যায়, ৬৩.৬ শতাংশ পরিবারের আয় ৩১,০০০/= এর সমান বা বেশী এবং ৩৬ .৪ শতাংশ পরিবারের বার্ষিক আয় ৩০,০০০/= এর নীচে। অন্যদিকে, আনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ২৭ শতাংশ পরিবার চরম দরিদ্র, যেখানে ৭৩ শতাংশ পরিবারের বার্ষিক আয় ৪৫,০০১/= এর সমান বা বেশী।

ব্যয়ঃ

এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের আয় এবং ব্যয় এর মধ্যে কিছুটা অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়। ৬৯.৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর বার্ষিক ব্যয় ৩০,০০০/= এর উপরে, অর্থাৎ তাদের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। এই বাড়তি ব্যয় মিটানোর জন্য তারা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে সুদে টাকা ঋণ নিয়ে থাকে। অন্যদিকে, অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে ১৯ শতাংশ পরিবারের বার্ষিক আয় ৩০,০০০/= এর নীচে এবং মাত্র ১৭ শতাংশের ব্যয় ৩০,০০০/= এর নীচে। অথচ, ৮৩ শতাংশ পরিবার ৩০,০০০/= এর বেশী ব্যয় করে থাকে।

শিক্ষাঃ

জড়িপে দেখা যায়, নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ক্ষেত্রে শিক্ষার হার আশানুরুপ নয়। ২৪ .১ শতাংশ সুবিধাভোগী অশিক্ষিত, তাদের মধ্যে ১০ .৭ শতাংশ পরুষ এবং ১৩ .৪ শতাংশ নারী। এস .এস.সি বা তার উপরে পড়াশোনা করা সুবিধাভোগী মাত্র ৩ .২ শতাংশ, তাদের মধ্যে নারীর হার শুধুমাত্র ১ .২ শতাংশ।

ঝড়ে পড়ার হারঃ

নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে ঝড়ে পড়ার হার ১২.২ শতাংশ যেখানে অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে ঝড়ে পড়ার হার মাত্র ছয় শতাংশ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঝড়ে পড়ার অন্যতম কারন হল অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, গৃহস্থালীর কর্মকান্ড, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও অন্যান্য । নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত দুই শ্রেণীই বয়স্ক শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

নারী শিক্ষাঃ

নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর সুবিধাভোগীদের মধ্যে ২৭ .১ শতাংশ নারী প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছে, ১৫ .৮ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং ৩৫ .৩ শতাংশের কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। অন্যদিকে, অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর সুবিধাভোগীদের মধ্যে ৩০ শতাংশ নারী প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছে, ২১ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং ৩৮ শতাংশের কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই।

খাদ্য গ্রহনঃ

এই জড়িপে দেখা যায় যে, ৫৬ .৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী এবং ৮৯ শতাংশ অনিয়ন্ত্রিত শ্রেনীর পরিবার দিনে তিন বার খাদ্য গ্রহনে সক্ষম।

বাসস্থানঃ

মালিকানার ভিত্তিতে, নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ৭৭ .৬ শতাংশ সুবিধাভোগীদের নিজস্ব বাড়ি আছে। অন্যদিকে, অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে ৯৯ শতাংশ নিজের বাড়িতে থাকে। যেখানে, শুধুমাত্র আট শতাংশ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী এবং ২১ শতাংশ অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণী বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করে থাকে।

পানিঃ

বেশিরভাগ পরিবারেরই খাবার পানির উৎস, টিউবওয়েল। এক্ষেত্রে ৬৫ .৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী খাবার পানি সংগ্রহে সমস্যায় পড়ে না এবং ৩৪ .২ শতাংশ পরিবার সমস্যার সম্মূক্ষীন হয়। অন্যদিকে, ৫৫ শতাংশ অনিয়ন্ত্রিত পরিবার কোন ধরনের সমস্যায় পড়ে না।

পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থাঃ

নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ৩৪ .২ শতাংশ পরিবার স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহার করে, ৫৮ .২ শতাংশ ঝুলন্ত পায়খানা এবং ১.৮ শতাংশ উন্মুক্ত স্থানকে বেছে নেয়। অন্যদিকে, অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ৪০ শতাংশ পরিবার স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহার করে।

স্বাস্থ্যঃ

নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে ২.২ শতাংশ জ্বর, ১ .১ শতাংশ সর্দি, ৯২ .০ শতাংশ ইনফ্লুয়েঞ্জা, ০ .৯ শতাংশ ডায়রিয়া এবং ১.৩ শতাংশ মাথাব্যাথায় ভোগে। অন্যদিকে ৯৪ শতাংশ অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর পরিবার ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়।

জন্ম নিয়ন্ত্রনঃ

নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ৬৭ .৮ শতাংশ এবং অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ৮১ শতাংশ নারী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে।

মাতৃসাস্থ্য সুবিধাঃ

জরিপে দেখা যায়, "রিজলভ" প্রকল্পের এলাকায় মাতৃসাস্থ্য সুবিধা খুবই অপর্যাপ্ত। নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে যথাক্রমে ৩৬ এবং ৩৫ শতাংশ নারী গর্ভকালীন সময়ে স্বাস্থ্যসেবা পায়। অন্যদিকে, ৯৫.৬ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর এবং ৯৯ শতাংশ অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর নারী গর্ভ-পরবর্তী সময়ে কোনরকম স্বাস্থ্যসুবিধা পায় না।

কৃষিকাজঃ

জরিপকৃত পরিবারগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই ভূমিহীন দরিদ্র জনগন। জরিপে দেখা যায় যে, নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে যথাক্রমে ৮৪.২ এবং ৬৭.০ শতাংশ পরিবারের কোন উৎপাদনশীল জমি নেই। উপরন্তু, নিয়ন্ত্রিত এবং অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মধ্যে যথাক্রমে ১০.৯ শতাংশ ও ২৪.০ শতাংশ পরিবার বর্গা নিয়ে জমি চাষ করে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রাপ্তির এখানে কোন মাধ্যম নেই।

বন্যাপ্রবন এলাকা হওয়ার কারনে কৃষিজাত দ্রব্যাদি চাষাবাদে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তবুও নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ৩৬ .৯ শতাংশ পরিবার সরকার থেকে সাহায্য পায় কিন্তু ৬৩ .১ শতাংশ কোন রকম সাহায্য পায় না। অথচ, অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ৮৫ শতাংশ যেকোন ধরনের আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত।

অর্থায়নঃ

যেহেতু নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর অধিকাংশ পরিবারই দরিদ্র , তাই তাদের খুব কমই সঞ্চয় করতে পারেন। জরিপে দেখা যায় যে, নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ৩১ .১ শতাংশ পরিবারের সঞ্চয় আছে। যার মধ্যে ৩০.২ শতাংশ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে (এন জি ও), ১.৮ শতাংশ ব্যাংকে ও সমিতিতে এবং ০.২ শতাংশ নগত টাকা হাতে জমা রাখে। সেখানে, অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ৫৯ শতাংশ পরিবার সঞ্চয় করেন, যার মধ্যে সর্বোচ্চ ৩০.০ শতাংশ পরিবার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে (এন জি ও) সঞ্চয় করেন।

দূর্যোগকালীন ও অন্যান্য সময়ে নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ৩৬.৪ শতাংশ ঋণ গ্রহণ করে, যার ১৬ শতাংশই ব্যয় হয় খাদ্য ক্রয়ের (৫৩.৮ শতাংশ) পিছনে। অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ৮২ শতাংশ ঋণ গ্রহণ করে, যার ৬৫ শতাংশই ব্যয় হয় খাদ্য ক্রয়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের (এন জি ও) কাছ থেকে ঋণ নেয়।

উপসংহারঃ

মাঠ পর্যায়ের সকল তথ্য-উপাত্ত্ব পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, "রিজলভ" প্রকল্পের ফলে সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক সামান্য উন্নতি হয়েছে, যদিও তা আশানুরূপ নয়। প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা এবং প্রকল্পের ভবিষ্যত কার্যকরী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব।